মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১৭ মে মহেশপুর সীমান্তের শ্যামকুড় “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। নিহত বাংলাদেশী যুবকের নাম নাসির উদ্দীন (৪৪)। নাসির উদ্দীন মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় পশ্চিমপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নাসির উদ্দীনের প্রতিবেশীরা জানান, গত ১৭ মে শ্যামকুড় গ্রামের নাসির, একই উপজেলার পদ্মপুকুর গ্রামের বর্ডার রিপন ও অনন্তপুর গ্রামের সোহাগ ভারত সীমান্তে গেলে পাখিউড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে প্লাস্টিক বল এ্যামিনেশন (ছররা গুলি) নিক্ষেপ করে। গুলিতে নাসিরসহ তার দুই সহযোগী আহত হন। বিষয়টি গোপন রেখে গুলিবিদ্ধরা গোপনে চিকিৎসা নেন। অন্য দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও নাসির মারা যান।

স্থানীয় শ্যামকুড় ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর শহিদুল ইসলাম জানান, গত ১৭ মে সীমান্তের “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় নাসির গুলিবিদ্ধ হন। সীমান্ত এলাকায় গেলে ভারতের পাখিউড়া বিএসএফ’র সদস্যরা তাকে গুলি করে। পেটে ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নাসির অত্যান্ত গোপনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে তিনি মারা যান।

নিহত নাসিরের প্রতিবেশি চাচা শ্যামকুড় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহানুর বলেন, ভাতিজা মারা গেছেন এটা সত্য, তবে কিভাবে মারা গেছেন তা আমি জানিনা। শুক্রবার জুম্মাবাদ তার দাফন হয়েছে বলেও তিনি নিশ্চিত করেন।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রফিকুল আলম বলেন, ঘটনা

জানতে পেরে আমরা সেখানে বিজিবি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু নাসির উদ্দীন বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছিল কিনা তার সত্যতা পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য এর আগে গত ১১ এপ্রিল বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ওয়াসিম ও ২৭ এপ্রিল একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন। দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও বিএসএফ দুই বাংলাদেশীর লাশ এখনো ফেরৎ দেয়নি। তবে বিজিবি বলছে নিহত দুই বাংলাদেশীর লাশ বিএসএফ ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ কারণে লাশ ফেরৎ পেতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি,র প্রতিষ্ঠাতা, বহু দলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর এলাকা মসজিদে মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের মেইন বাজার পুরাতন কলেজ হোস্টেলে পৌর বিএনপি দলিও কার্যালয়ে জাতীয় ও দলিও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সুচনা করেন।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সহ-সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল। জেলা বিএনপি’র সভাপতি আবুবকর বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, পৌর বিএনপি’র

সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, জেলা বিএনপি’র সদস্য আশরাফ আলী, উপজেলা বিএনপি’র দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া, ঢাকা কলেজের সাবেক ছাত্র নেতা জুলফিকার আলি রাজা, পৌর বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌর বিএনপি নেতা দুলু, উপজেলার যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি, কলেজ ছাত্র দলের আহ্বায়ক শাওন প্রমূখ।

দুপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে জুম্মার নামাজ শেষে মসজিদে মসজিদে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, সেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, শ্রমিক দল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা, দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া শেষে মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া সড়কে এ কাজ করেন প্রতিষ্ঠানটি। এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নস্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে বললেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম উইকেয়ার ফেস-১ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহে ৮৪.৯৯ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। এর অধীনে

কোটচাঁদপুরেও সড়ক ও মার্কেট নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে। কাজটি যৌথভাবে করছেন রানা বিল্ডার্স ও মিজানুর রহমান নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

গেল ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ সালে কাজটি শুরু হয়। যা সম্পন্ন হবে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ সালে। এর তদারকিতে আছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন ছিল বৃষ্টির দিন। ওই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করেন বলুহর ইউপি অফিস, গোবিন্দপুর বাজার সড়ক ভায়া রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া,সড়কে। যা আইডি নাম্বার – ২৪৪৪৪২৩০০৯।

খবর পেয়ে উপজেলা প্রকৌশলী কাজ বন্ধ করতে লিখিত ভাবে জানান প্রতিষ্টানটিকে। এরপরও বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ওই সড়কের কাজ করেন তারা।

সিঙ্গিয়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম, মমরেজ মন্ডল ও আতিয়ার রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই ছিল বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির মধ্যেই দেখলাম বড় বড় ট্র্যাকে পিচ ও মেটেরিয়াল আসছে। এরপর দেখলাম বৃষ্টির মধ্যেই তারা কাজ করছেন। আপনারা বাধা দেননি, এমন প্রশ্নে তারা বলেন, আমরা গ্রামের উমি মানুষ। এ কাজ সম্পর্কে কি জানি, আর বলেই বা কি হবে। তাদের কাজ তারা করেই যাবেন। গ্রামবাসী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তাটি নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এ জন্য অনেক কিছু জানার পরও গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করেনি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম বলেন, ১১ টার সময় মেটেরিয়াল সড়কে চলে আসে। আর বৃষ্টির সময় আমরা কাজ বন্ধ রেখে ছিলাম। বৃষ্টির পর পানি পরিস্কার করে,মেশিন দিয়ে ব্যাচমেন্ট শুকিয়ে কাজ করা হয়েছে। বৃষ্টি মধ্যে কাজ করা ঠিক হচ্ছে কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যে কাজ করলে কোন সমস্যা নাই। এছাড়া এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে।

প্রজেক্ট ম্যানেজার শামসুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির পানি বেশি হলে সমস্যা হয়। বেশি বৃষ্টি তো হয়নি। এরপরও যদি রাস্তার সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে রাস্তা আবারও করে দেয়া হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল। এই বৈরী আবহাওয়া মধ্যে কাজ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিত ভাবে নিশেধ করা হয়। এরপরও তারা

কোন কথা না শুনে বৃষ্টির মধ্যেই ওই সড়কের কার্পেটিংয়ের কাজ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ঘটনাটি উদ্ধোতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। যা ব্যবস্থা নেবার ওনারা নিবেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে মোবাইল যোগাযোগ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম সঙ্গে। তবে ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

হরিণাকুণ্ডুতে সরকারি জমি দখল!

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার টাওয়ার পাড়া এলাকায় সরকারি ৯৬ শতক জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে একটি প্রভাবশালী ভূমিদস্যু চক্র। অভিযোগ রয়েছে, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে শিমুল হোসেন ও তার সহযোগীরা এ জমি দখল করে নিয়েছেন।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে, হরিণাকুকুণ্ডু মৌজার ১০৯ ও ৮১ নম্বর খতিয়ানের ৯২২ নম্বর দাগে অবস্থিত ওই জমির মধ্যে ৫২ শতক জায়গায় একসময় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হতো। স্থানীয় প্রবীণদের মতে, ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসক সেখানে বসতেন এবং এলাকাবাসীকে চিকিৎসা সেবা দিতেন।

পরে উপজেলা সদরে নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হলে পুরনো ভবনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরিত্যক্ত ওই ভবনটি হরিণাকুন্ডু লালন শাহ কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেখানে একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সভায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসিল্যান্ডসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক বছর কলেজ শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস হিসেবে ভবনটি ব্যবহারও করেছেন। তবে পরবর্তীতে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় বদর আলী নামের এক ব্যক্তি ওই জমির ওপর নজর দেন এবং জাল দলিল তৈরি করে জমিটির

মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। বদর আলীর মৃত্যুর পর মামলা চালান তার ছেলে আফজাল হোসেন। পরে তার মৃত্যুতেও মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন আফজালের ছেলে শিমুল হোসেন। আদালতের একতরফা রায় দেখিয়ে বর্তমানে তারা জমিটি দখলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, যেখানে সবার চোখের সামনে সরকারি চিকিৎসালয় ও কলেজের ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়েছে, সেখানে হঠাৎ করে কেউ কাগজ দেখিয়ে ব্যক্তিমালিকানা দাবি করতে পারে এটা অবিশ্বাস্য।

স্থানীয় মিজানুর রহমান বলেন, “আমরা নিজের চোখে দেখেছি এখানে চিকিৎসক বসতেন, রোগী দেখা হতো। পরে কলেজ ছাত্ররা থেকেছে। এখন কেউ কাগজ দেখিয়ে বলছে এটা তাদের জমি, এটা কীভাবে সম্ভব?”

শফি উদ্দিন নামে আরেকজন বলেন, “হাসপাতাল চলে যাওয়ার পর ভবনটি হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও দালানের দরজায় ‘কলেজ হোস্টেল’ লেখা রয়েছে। তাহলে এই সম্পত্তি তাদের হলো কীভাবে? সরকার পরিবর্তনের সুযোগে তারা ভুয়া কাগজ দিয়ে আদালতে নিজেদের পক্ষে রায় নিয়েছে। এখন জমি দখল করে নিয়েছে।”

মেহের আলী নামের একজন বাসিন্দা বলেন, “পুরনো সিএস রেকর্ডে অমূল্য কুমার জোয়াদার নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। আর নতুন আরএস রেকর্ডে জমিটি কলেজের হোস্টেল ও ডোবা হিসেবে উল্লেখ আছে। যাদের নামে কোনো রেকর্ড নেই, তারাই এখন বলে জমি কিনেছে! যদি কিনেই থাকে, তাহলে রেকর্ডে তাদের নাম নেই কেন? আমরা চাই সরকারি সম্পত্তি সরকারের দখলেই থাকুক।”

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিমুল হোসেন বলেন, “আমাদের সকল বৈধ কাগজ আছে বলেই তো আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে।” তবে তাদের কাছে দলিল দেখতে চাইলে বলেন, দলিল আদালতে জমা আছে। কোন ফটোকপিও তাদের কাছে নেই।

জমির বিষয়টি নিয়ে হরিণাকুন্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের অধ্যক্ষ মো. শরিফুজ্জামান বলেন, “বিষয়টি জানার পর কলেজের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব। এ নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।”

মহেশপুরে ইউএনও’র গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী একটি বাসের সংঘর্ষে গাড়িচালক আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মহেশপুর উপজেলার বারোমাসি ব্রিজের পাশে কালিগঞ্জ -জীবননগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউএনও খাদিজা আক্তারের ব্যবহৃত সরকারি গাড়িটি সার্ভিসিংয়ের জন্য কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এসিল্যান্ডের ড্রাইভার শাওন হোসেন। বারোমাসি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শাপলা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইউএনও’র গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক শাওন হোসেন আহত হন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বাসটিকে আটক করা হয়েছে।’ এই ঘটনায় এখনো মামলা দায়ের হয়নি।

ঝিনাইদহের মধুহাটী ইউপিতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদরের ২নং মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। গত বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এ বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন বিশ্বাস ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা মো. ছাব্দার আলী, প্যানেল চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, মিলন মিয়া, নাজমা খাতুন, ছাবিনা ইয়াসমিন, আশিক ইকবাল, জিয়াউর রহমান, আসাদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, আলাউদ্দীনসহ এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবী ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছাব্দার আলী বাজেট উপস্থাপনকালে জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে ইউনিয়ন পরিষদের মোট আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৩৮,৯৫,৮০৬/= (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশ ছয় টাকা মাত্র)। বাজেট আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়নের ট্যাক্স, টোল, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত, প্রমোদমূলক কার্যক্রম থেকে আয় বিবেচনা করা হয়েছে। তবে কোন ব্যক্তির অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা হয়নি।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন বিশ্বাস বলেন, “আমি এবং আমার ইউপি সদস্যবৃন্দ আপনাদের সেবক হিসেবে আগামী ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং পাশে থাকবেন।” বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি,

ভোগান্তিতে কর্মজীবী ও শ্রমিকরা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে ঝিনাইদহে সকাল থেকেই থেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ এমন আবহাওয়ায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা।

বৃষ্টির কারণে শহরের ব্যস্ত সড়কগুলো হয়ে পড়েছে ফাঁকা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হয়েছেন, তারা ছাতা ও রেইনকোট ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তবে যানবাহনের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিকশাচালক ও ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। সকালে শহরের পায়রা চত্বর এলাকায় দেখা যায়, অনেক রিকশাচালক অলস বসে সময় কাটাচ্ছেন।

রিকশাচালক মিজানুর রহমান বলেন, “সকালে বের হইছি রিকশা নিয়ে, কিন্তু যাত্রী নাই। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাসে কেউ রাস্তায় বের হচ্ছে না। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকমতো ভাড়া পাইনি। বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না, তাই নামছি রাস্তায়।”

কাপড় বিক্রেতা মনোয়ার হোসেন বলেন, “এই রকম আবহাওয়ায় ক্রেতা আসে না বললেই চলে। বৃষ্টির কারণে দোকান খুলেও বসে থাকতে পারছি না। সকাল থেকে বিক্রি করতে পারিনি। কষ্টের মধ্যে আছি।”

চায়ের দোকানদার মানিক মিয়া বলেন, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দোকানে কেনা-বেচা খুবই কম। তবু দোকান খুলে বসে থাকি, যদি কিছু বেচা যায়।”

এদিকে শহরের নিচু এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও পানি জমে গেছে। কাদা ও ভেজা রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

ঝিনাইদহের গান্না ইউপিতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদও উপজেলার ৬নং গান্না ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এ বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকতা নাসির উদ্দীন, প্যানেল চেয়ারম্যান ছাব্দার আলী, এছাড়া ইউপি নারী সদস্য ছালমা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, নার্গিস খাতুন, ইউপি সদস্য শাহাবুদ্দীন,আব্দুল মমিন, সোহাগ রহমানসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেনী ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন বাজেট উপস্থাপনকালে জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য নতুন কোন করারোপ ছাড়াই রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলে ইউনিয়ন পরিষদের মোট আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০৮,৯৬,৩২৫/=টাকা (এক কোটি আট লক্ষ ছিয়ান্নই হাজার তিনশ পঁচিশ টাকা মাত্র)। বাজেট আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়নের ট্যাক্স, টোল, ট্রেড লাইসেন্স, পারমিট এবং ব্যবসা- বাণিজ্য সংক্রান্ত, প্রমোদমূলক কার্যক্রম থেকে আয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, “আমি এবং আমার ইউপি সদস্যবৃন্দ আপনাদের সেবক হিসেবে আগামী ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং পাশে থাকবেন।” বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাজেট অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উৎসব ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বেসরকারী এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কালো ব্যাচ ধারণ এবং দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছে। জানা যায় গতকাল শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বেসরকারী শিক্ষকদের পবিত্র ঈদুল আযাহা’র উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের তা বাড়েনি সেকারেণ তারা এই কর্মবিরতি পালন করছেন।

উপজেলার হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রি কলেজ, ভালকী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দখলপুর সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসাসহ উপজেলার অধিকাংশ স্কুল কলেজ এই কর্মবিরতি পালন করেছে। এতে বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পরিষদ হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নায়েব আলী জানান, উৎসব ভাতা বৃদ্ধির নতুন প্রজ্ঞাপনে কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ঝিনাইদহ জেলা সহ সারাদেশের এমপিওভূক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বুধবার ২৮মে তারিখ থেকে কালো ব্যাচ ধারণ এবং দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন। তিনি আরো বলেন বর্তমান বৈষম্য বিরোধী ও তারুন্যের সরকার আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে শত ভাগ উৎসব ভাতার ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করবেন বলে আশা করছি।

যদি আমাদের দাবি অন্তর্বর্তী সরকার পূরণ না করে তাহলে সারা দেশব্যাপী আমরা নতুন কর্মসূচী ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনে যাব। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন আমি বিষয়টি জানি, তবে ক্লাস বন্ধ রেখে কোন আন্দোলন করা যাবেনা বলে তাদের জানিযেছি। এবিষয়ে হাজী আরশাদ আলী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বলেন কর্মচারীরা তাদের উৎসব ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে। তবে কলেজের অন্যান্য কক্ষ খোলা

ছিল। তিনি মনে করেন এটা তাদের যৌক্তিক দাবি সরকারের এটা মেনে নেওয়া উচিৎ।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল হক টিটু বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কালো ব্যাচ ধারণ ও কর্মবিরতি পালন করেছে, তবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। তিনি আরও বলেন তাদের নৈতিক দাবির পক্ষে আমরা থাকব তবে কোন ভাবেই যেন প্রতিষ্ঠানের ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করে কর্মসূচী পালন করা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

মহেশপুরে পানিতে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পানিতে ডুবে আফিয়া খাতুন (১২) ও সাথিয়া খাতুন
(৮) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা একে অপরের চাচাত বোন। বুধবার সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য গোসল করতে পুকুরে নেমে ওই দুই শিশু পানিতে ডুবে যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বুধবার (২৮ মে) সকাল ৯টার দিকে মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের খোসালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত আফিয়া খোসালপুর গ্রামের শফিকুল ও সাথিয়া একই গ্রামের খায়রুল ইসলামের মেয়ে। তারা খোসালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আফিয়ার মামা এনামুল হক জানান, সকালে দুই বোন স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে নামে। এক পর্যায়ে তারা পানিতে ডুবে যায়। পরিবারের লোকজন দীর্ঘক্ষণ তাদের সাড়াশব্দ না পেয়ে পুকুরে গিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। মৃত আফিয়া ও সাথিয়া সম্পর্কে আপন চাচাতো বোন। এ ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।